বীরভূমের উন্নয়ন তো রাস্তায় দেখতে পেলাম না ঃ সূর্যকান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিউড়ি : পুরাতন ভৃত্যের মায়া ছাড়তে পারছেন না দিদি। গতকাল লং মার্চের পর সিউড়ির সভা থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে কটাক্ষ করে এই মন্তব্যই করলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। বলেন,''বালি হোক বা পাথর, যা লুঠ চলছে। যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর। রবি ঠাকুরের পুরাতন ভৃত্য। পুরাতন ভৃত্য তো তাই দিদি মায়া ছাড়তে পারছেন না।''

এরপরই তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''যাঁরা তৃণমূল করেন তাঁদের বলছি, আপনাদের তৃণমূল সরকার নিরাপত্তা দিতে পারবে না। নিরাপত্তা দিতে পারবে এই লাল ঝাণ্ডা। যাঁরা বুক চিতিয়ে, রোদ মাথায় নিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে রাস্তায় আছেন।''

গতকাল জেলাজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক দাবি নিয়ে বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশনের লং মার্চ হয়। সিউড়ি জেলা স্কুল মাঠেও লং মার্চ হয়। সেখানে আয়োজিত সমাবেশে অনুব্রত মণ্ডলকে কটাক্ষ করে সূর্যকান্ত বলেন, ''আপনাদের জেলায় একজন আছেন, তিনি বলেন উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি রাস্তায় উন্নয়ন দেখতে দেখতেই আসছি। রেল ও বাস দেখছি, আমার ৬ ঘণ্টা লাগল এখানে আসতে। যেটা ৪ ঘণ্টা লাগে।''

কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''উন্নয়ন মানে কাদের উন্নয়ন হচ্ছে? কালো টাকা বাইরে থেকে নিয়ে আসব আমি। ১৫ লাখ টাকা করে আপনারা পাবেন। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে দেশের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। বিদেশি ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে। আর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তার নাগাল পাচ্ছে না।''

নাম না করে অনুব্রত মণ্ডলকে কটাক্ষ করে সূর্যবাবু বলেন, ''আপনার এখানে বালি হোক, পাথর হোক, আর যাই হোক লুঠপাট চলছে। যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর। আমার কথা নয় রবীন্দ্রনাথের কথা। রবিঠাকুরের পুরাতন ভৃত্য। পুরাতন ভৃত্য তো তাই দিদি মায়া ছাড়তে পারছেন না। প্রতিদিন দেখছি লুঠতরাজ নিয়ে খুনোখুনি হচ্ছে। আমাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। আমাদের কত কমরেড শহিদ হয়েছেন। কত মিথ্যা মামলা হয়েছে।''

যাদবপুরে শ্রীচৈতন্য চেতনা পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, : গত ২ অক্টোবর, মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বিশাল শ্রীচৈতন্য চেতনা পদযাত্রা ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। পদযাত্রা শুরু হয়েছিল যাদবপুরের শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম থেকে শ্রীকলোনির বিজয়ীশ্রী মন্দির পর্যন্ত যায় এবং পদযাত্রার প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে দু'টি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। পদযাত্রা এবং ধর্মসভাতে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শিক্ষাবিদ, গুণীজন ও বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল।

জামাইবাবুর সঙ্গে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক, আত্মহত্যা স্বামীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : জামাইবাবুর সঙ্গে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে আত্মহত্যা স্বামীর। মৃতের নাম সমীর মণ্ডল (৩২)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার তালদি অঞ্চলের উত্তর রাজাপুর গ্রামের ঘটনা।

বছর দুয়েক আগে রাজাপুরেরই অজিত মণ্ডলের মেয়ে টুকটুকুর সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় সমীর মণ্ডলের। দম্পতির ৬ মাসের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। সমীরের বোনের অভিযোগ, টুকটুকুর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে তাঁর জামাইবাবুর। এই নিয়ে বিয়ের পর থেকে ঝামেলা লেগেই থাকত। সোমবার সেই বিবাদের জেরেই প্রথমে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সমীর। ব্যর্থ হওয়ায় বাড়ির চাল থেকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন।

দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ। সমীরবাবুর পরিবারের তরফে এই ঘটনায় সুবিচারের দাবি করা হয়েছে।

সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

	2	7		9		4		
			8					5
	5		7	4	2	9	1	
7		5	2				4	
				5				
	4				3	8		6
	7	1	6	8	9		2	
2					4			
		6		2		5	9	

গতকালের সমাধান

7	8	3	5	4	9	6	2	1
1	2	9	8	6	3	7	4	5
4	6	5	7	1	2	9	8	3
2	4	7	1	5	8	3	9	6
6	3	1	9	2	7	8	5	4
9	5	8	6	3	4	2	1	7
5	9	6	3	8	1	4	7	2
3	7	4	2	9	5	1	6	8
8	1	2	4	7	6	5	3	9

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: সোমবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৬ ডিগ্রি ও ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** রবিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৬ ডিগ্রি ও ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৬৭ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ০৫।২৮, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।২১ **জোয়ার:** সকাল ৯:২৯। **ভাঁটা:** বিকাল ৪.১৫।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	৩৬,৫৬৫
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৯,৯৪৫
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	৩০,৩৯৫
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৩৮,৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৩৮,৮০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

শেয়ারসূচক

BSE	35,975.63	▼ (-550.51)
NIFTY	10,858.25	▼(-150.05)

শব্দলিপি- ১৩৩১

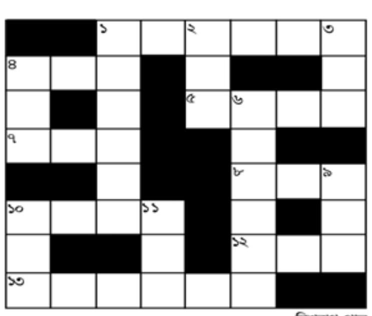

বিশ্বনাথ পাল

পাশাপাশি ঃ ১। অসুরনাশিনী দুর্গা ৪। উদ্যান ৫। কোলাহল ৭। 'সাঁজের পাখিরা ফিরল — তুমি ফিরিলে না ঘরে' ৮। খেয়াল, হুঁশ ১০। এ কখনও নতুন হয় না ১২। জমা না থাকলে এটি করা যায় না ১৩। খগপতি, কশপ্যের পুত্র

উপরনীচ ঃ ১। মুক্ত হস্তে বিতরণ ২। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় উথলে ওঠা ৩। 'এবার— করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে' ৪। বেগুন ৬। যা খণ্ডানো যায় না ৯। মাদুলি ১০। আত্মঘাতী প্রবাদ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিকার ১১। 'ওরে— ওরে আমার কাঁচা'

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১৩৩০

পাশাপাশি ঃ ১। বাধাদান ৪। খাদিম ৬। আসাদন ৭। তারকনাথ ৯। বনের রাজা ১১। রক্ষপতি ১৩। রবিন ১৪। নিগামানি

উপরনীচ ঃ ২। ধামসা ৩। নয়নতারা ৪। খান্ডবিক ৫। মনোরথগতি ৬। আসাবরদার ৮। রজার বিনি ১০। রসাঞ্জন ১২। পরমা

শব্দলিপি নির্মাতাদের প্রতি ঃ একটি বিশেষ ছক ও পাঁচটি সাধারণ ছক আছে। যাঁরা শব্দলিপি পাঠাতে চান, তাঁরা একপাতায় সমাধানসহ ছক ও অন্য পাতায় সূত্র এবং সূত্রের সমাধান লিখে পাঠাবেন। মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে।

- বিভাংশু দত্ত, সম্পাদক, 'শব্দলিপি' বিভাগ।

ভাগ্যলিপি

মেষ
কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে।

বৃষ
কর্মসূত্রে দূর দেশে যেতে হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব থাকবে।

মিথুন
গুরুজনদের কথায় মান্যতা দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বহুশ্রমের কারণ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেখা যাবে।

কর্কট
বিদ্যার্থীদের অধিক পরিশ্রম করতে হবে।

সিংহ
পরিবারের কারওর দ্বারা মনে ইচ্ছা পূরণ হবে।

কন্যা
পিতা-মাতার শরীর-স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে বিরূপ হতে পারে।

তুলা
পিতা-মাতার শরীর-স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে বিরূপ হতে পারে।

বৃশ্চিক
পিতা ও মাতার শরীর নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। সন্তানকে নিয়ে হতাশায় থাকতে হবে।

ধনু
সন্তানের বিদ্যাশিক্ষায় উন্নতি। অত্যধিক পরিশ্রমে শারীরিক দুর্বলতা।

মকর
কর্মপ্রার্থীদের বেসরকারি ক্ষেত্রে সুযোগ আসতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর দ্বারা উপকার মিলবে।

কুম্ভ
বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আইনি জটিলতা বৃদ্ধি। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ।

মীন
কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা সহায়ক হবে। উপার্জন ভাগ্য ভালো। ব্যবসায় ধনাগম ও সম্প্রসারণ হবে।

শিক্ষকের মারে জখম সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

দেগঙ্গা: শিক্ষকের মারে জখম ছাত্র। সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে বারাসত নবপল্লি বয়েজ স্কুলের বাংলা শিক্ষক অরিন্দম দে'র বিরুদ্ধে। আক্রান্ত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ বেত দিয়ে মারার ফলে হাতে, গায়ে এবং পিঠে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারছে না। মঙ্গলবার আক্রান্ত ছাত্রের মা মিঠু সূত্রধর স্কুলের বাংলা শিক্ষকের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ জানিয়েছেন বারাসত থানায়। বারাসত পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অশোক কলোনিতে থাকেন সঞ্জিত সূত্রধর। তাঁর ছেলে রাজীব সূত্রধর বারাসত নবপল্লী বয়েজ স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। গত সোমবার সে স্কুলে গিয়েছিল। ওই দিনই স্কুল থেকে ড্রেস দেওয়ার কথা ছিল। ফলে সোমবার স্কুলে ছাত্র উপস্থিতির সংখ্যা ছিল বেশি। সপ্তম শ্রেণির খ-বিভাগে প্রতি বেঞ্চিতেই ছয় জন করে ছাত্র বসেছিল। রাজীব সহ ছয়-সাত জন ছাত্র বসার জায়গা পায়নি বলে অভিযোগ রাজীবের। বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককেও জানানো হয়েছিল। তিনি দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন ছাত্রদের। কিন্তু দ্বিতীয় পিরিয়ডের সময়েও বেঞ্চিতে সবার সবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজীব। রাজীবের মা মিঠু সূত্রধর বলেন, দ্বিতীয় ক্লাসে শিক্ষক আসার পর বসার জায়গা না পাওয়া ছাত্ররা শিক্ষককে জানিয়েছিল। তখন ওই শিক্ষক রাজীর সহ কয়েক জন ছাত্রকে ক্লাসের বাইরে যেতে বলেন বলে তাঁর অভিযোগ। বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্ররা হাসছিল। স্কুলের বাংলা শিক্ষক অরিন্দম তা দেখতে পান। স্কুলের একটি গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এগিয়ে আসেন তিনি। অন্যারা চলে যায়। রাজীব দাঁড়িয়েছিল। এই অপরাধে তিনি ওই ডাল দিয়ে হাতে, চোখের পাশে, পিঠে বেধড়ক মারধর করে আমার ছেলেকে। হতে পিঠে রক্ত জমাট বেঁধে লাল দাগ পড়ে যায়। ছেলের গা হাত, চোখ ফুলে যায়। এর ফলে যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারছে না। ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে। রাজীবের বাবা সঞ্জিত সূত্রধর বলেন, ধরে নিলাম আমার ছেলে ক্লাসের বাইরে গিয়ে হেসেছিল। চুরি তো করেনি। এই সামান্য অন্যায়ের জন্য অরিন্দম দে নামে স্কুলের বাংলা শিক্ষক চোরের মতো মারবেন। আমরা বিষয়টা পুলিশের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি। এই ধরণের ঘটনা যাতে পরবর্তীতে না ঘটে সেটাও আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। পাশাপাশি আক্রান্ত ছাত্রের পরিবার অভিযোগ জানিয়েছে স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছেও। সঞ্জিত সূত্রধর বলেন, শিক্ষক অরিন্দম দে পরিবেশ নিয়ে সচেতন করেন মানুষকে এবং ছাত্রদের। আবার তিনিই গাছের ডাল ভেঙে ছাত্রকে মারেন। বারাসত নবপল্লী বয়েজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশু কান্ত বালা জানিয়েছেন শিক্ষক অরিন্দম দে চূড়ান্ত পর্যায়েই মেরেছেন ওই ছাত্রকে। আমি বিষয়টি শোনার পর ছাত্রের বাবা ও মা এবং শিক্ষককে ডেকে কথা বলেছিলাম স্কুলের সুনামের দিকে তাকিয়ে কিন্তু অভিভাবক থানায় কেস করেছেন। আমি নিজেও ভীষণ সহানুভূতিশীল ছাত্রের প্রতি। বারাসত নবপল্লী বয়েজ হাই স্কুলের সভাপতি অরুণ ভৌমিক বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষক পড়াশোনা শেখার পাশাপাশি ছাত্রদের পেটানোটাও সম্ভবত রপ্ত করেছেন। উনি খুব বাজেভাবে ওই ছাত্রকে মেরেছেন। এটা অন্যায়। আমি কোনওভাবেই সমর্থন করছি না। আহত ছাত্রের বাবা ও মা থানায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন। আইন আইনের পথেই চলবে। বারাসত থানার আইসি জানিয়েছেন ওই স্কুলের শিক্ষক অরিন্দম দে'র বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলা হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ভাড়াটিয়ার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় খুন গৃহকর্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ভাড়াটিয়ার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে প্রতিবাদ করায়, খুন হলেন বাড়ির গৃহকর্তা। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানার নাটাগাছির অমৃতলোক আবাসনের কাছে। মৃতের নাম পিন্টু সর্দার (৩২)। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর পড়শিরা হামলাকারী মণিরুলকে ধরে গণপিটুনি দেয়। অভিযুক্তকে জখম অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, খুনের ষড়যন্ত্রের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভাড়াটিয়া রূপা ও তার স্বামী নুরজামান লস্করকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত মণিরুল এখন চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পিন্টু সর্দার ফুচকা বিক্রি করেন। প্রতিদিনের মতো সোমবার তিনি ফুচকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন। রাত ৯টার পর একটি আবাসনের ভিতর থেকে ফুচকা বিক্রি শেষে বাড়ির দিকে যখন ফিরছিলেন, সেই সময় ছুরি নিয়ে হামলা চালায় মণিরুল। তাতে মারাত্মক জখম হন তিনি। বিষয়টি আবাসনের এক নিরাপত্তা কর্মী দেখতে পেয়ে হইচই করেন। তাতেই স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে অভিযুক্তকে ধাওয়ার পর পাকড়াও করে। শুরু হয় গণপিটুনি। এর মধ্যেই পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পিন্টুকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়াতে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। গরির রাতে মারা যান। পরে গণপিটুনিতে জখম মণিরুলকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এক বছর আগে নাটাগাছিতে পিন্টু সর্দারের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে আসে নুরজামান। পেশায় রাজমিস্ত্রি। অভিযোগ, নুরজামান কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর তার ঘরে বহিরাগতদের আনাগোনা শুরু হত। পিন্টুর দাদা সন্তু সর্দার মঙ্গলবার বলেন, কাছেই আমাদের দু'কাঠা জমি ছিল। নুরজামানের কাছে তা বিক্রি করা হয়। জমিতে জল থাকার জন্য বাড়ি করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য ভাইকে অনুরোধ করে নুরজামান। তাতে আপত্তি করেনি ভাই। ভাড়াটে হিসেবে আসার পর থেকে নুরজামানের স্ত্রী রূপার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নজরে আসে আমাদের। প্রতিদিন তার স্বামী কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর অচেনা লোকজন রূপার কাছে আসত। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যেত হাওড়ার বাসিন্দা মণিরুল ইসলামকে।

সন্তুবাবু বলেন, মণিরুল দুপুরে আসার পর দীর্ঘ সময় সেখানে থাকত। এ নিয়ে ভাই এবং আমি প্রতিবাদ করেছি। নুরজামানের কাছেও জানানো হয়। দু'দিন আগে রূপা রীতিমতো শাসায়। দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় ভাইকে। তারপরই পরিকল্পনা করে সোমবার ভাইকে খুন করল। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, পিন্টুর উপরে হামলার সময় সেখানে রূপা ছিল। তাকেও জনতা মারধর করেছে।

দু'বছরের মধ্যে বাংলা মাছ চাষে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে : মন্টুরাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : আগামী দু-বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলা শুধু রুই কাতলা না সব রকম মাছে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। আজ সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে মাছের চারা এবং মাছের খাবার বিলি করতে এসে একথা বলেন, দফতরের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। সুন্দরবন এলাকায় গত কয়েক বছর ধরে প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে রুই, কাতলা, জিওল মাছের চারা বিলি করা হচ্ছে। বেশ কিছু মৎস্য চাষি উপকৃত হচ্ছেন। সুন্দরবন এলাকায় আর্থিক স্বচ্ছলতাও এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী চান সুন্দরবন এলাকায় মাছ চাষের বিপুল সম্ভাবনাও রয়েছে তাই প্রতি বছর হাজার হাজার প্রান্তিক কৃষককে মাছ উৎপাদনে যথাসাধ্য সাহায্য করছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের মৎস্য বিভাগ। আজ কাকদ্বীপের উন্নয়ন পর্ষদের দফতরে মাছের চারা বিতরণের উদ্বোধন করলেন মন্টুরাম পাখিরা। ১৯টি ব্লকের সাতাশটি প্রজেক্ট অফিস থেকে ২০ হাজার জনকে পোনা মাছের চারা। ৩০০০ জনকে জিওল মাছের চারা পঁচিশত চল্লিশ জনকে মাছের চারা এবং প্রত্যেক চাষিকে ৫০ কেজি মাছের খাবার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মধুচক্রের আসর থেকে গ্রেফতার ৩ যুবতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর: মধুচক্র চালানোর অভিযোগে সোনারপুরের বোসপুকুর থেকে গ্রেফতার চার। তাঁদের মধ্যে তিন যুবতী ও এক যুবক। সমীর মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্র চলত বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিকেলের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অপরিচিত মানুষের আনাগোনা বেড়ে যেত ওই বাড়িতে। ছুটির দিনে ভিড় আরও বাড়ত। এতে সন্দেহ বাড়ে তাঁদের।

মঙ্গলবার রাতে স্থানীয়রা ওই বাড়িতে হানা দেয়। অভিযুক্তদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাঁরা। খবর পেয়ে সোনারপুর থানার। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর পুলিশ।

CHANGE OF NAME

I, JALALUDIN KHAIRATI ANSARI S/o KHAIRATI MANAUWAR ANSARI R/o 114/C, ALI HAIDAR ROAD , BARRACKPUR, TITAGARH, KOLKATA – 700119, DECLARE THAT MY PREVIOUS NAME WAS JALAL UDDIN (OLD NAME) .AS PER AFFIDAVIT ON NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 3.10.2018 I BECAME KNOWN AS JALALUDIN KHAIRATI ANSARI

CHANGE OF NAME

I, "**RANJIT GHOSH** (**New Name**), previously called **RANJIT FAIDAR (OLD NAME)**, Son of Late Biru Ghosh, Doing-Retired Person, resident of J-347/N, Paharpur Road, Akshoy Kanan, P.O. – Gardenreach, P.S. – Gardenreach , Kolkata-700024, hereby solemnly declare that I will be known / pronounced as "**RANJIT GHOSH**" (New Name) in all the Government / private documents with immediate effect vide notary public affidavit before CMM's Court at Bankshall Court, Kolkata on 03.10.2018

CHANGE OF NAME

I, "**SANDHYA GHOSH** (New Name), previously called **SANDHYA FAIDAR** (OLD NAME), wife of Ranjit Ghosh, Doing-Housewife, resident of J-347/N, Paharpur Road, Akshoy Kanan, P.O. – Gardenreach, P.S. – Gardenreach, Kolkata-700024, hereby solemnly declare that I will be known / pronounced as "**SANDHYAGHOSH**" (New Name) in all the Government / private documents with immediate effect vide notary public affidavit before CMM's Court at Bankshall Court, Kolkata on 03.10.2018